কলিকাতা হাইকোর্টে
সিভিল আপিল এক্তিয়ার
আপিল বিভাগ

উপস্থিত:

মহামান্য বিচারপতি সৌমেন সেন
এবং
মহামান্য বিচারপতি উদয় কুমার

২০১০ সালের এফ এ ২৬১

মোসাম্মৎ খাতুন বেগম (মৃত হওয়ায়) মুহাম্মদ নাসিম লোধি ও অন্যান্য।
বনাম
রাজা মোহাম্মদ আমিন ও অন্যান্য।

আবেদনকারীদের পক্ষে	:	শ্রী হারাধন ব্যানার্জী, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী রাহুল কর্মকার, আইনজীবী, শ্রী লুৎফুল হক, আইনজীবী।
বিবাদীদের পক্ষে	:	শ্রী সপ্তাংশু বসু, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী পার্থ প্রতিম রায়, আইনজীবী, শ্রী রাজদীপ ভট্টাচার্য, আইনজীবী, শ্রী ইমতেয়াজ আসলাম লোধি, আইনজীবী।
শুনানি শেষ হয়	ঃ	২০২২ সালের ১৭ই নভেম্বর।
রায়দানঃ	ঃ	২০২২ সালের ৬ই ডিসেম্বর

সৌমেন সেন, বিচারপতি:কলিকাতা সিটি সিভিল কোর্টের ১১ নম্বর বেঞ্চের বিজ্ঞ বিচারপতি ১৯৮৬-র ৮৬৯ নম্বর টাইটেল স্যুটে ২০০৯-এর ৩১ আগস্ট যে রায় ও ডিক্রি জারি করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আবেদন করা হয়েছে।

বাদী সময়ের প্রবাহ দ্বারা ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর খালি দখল এবং মধ্যবর্তী সময়ের লভ্যাংশ, যার পরিমাণ ছিল ১০৯১২ টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মামলা করেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, জনৈক মতিলাল বড়াল ২১ অক্টোবর, ১৯৬৩ সাল থেকে ২১ বছরের জন্য ২৫০ টাকা মাসিক ভাড়ায় জনৈক মোঃ আলাউদ্দিন রঙরেজের পক্ষে, যিনি আসল বিবাদী, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ তারিখে ইজারার একটি নিবন্ধিত দলিল সম্পাদন করেছিলেন যা পারস্পরিক সম্মতিতে বাড়িয়ে ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাস অনুসারে প্রতি মাসে প্রদেয় ৩০০ টাকা করা হয়েছিল। উক্ত দলিল মূলে, প্রকৃত বিবাদী কলিকাতা শহরে অবস্থিত ২২ নং রাতু সরকার লেনের মামলাধীন প্রাঙ্গনের ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা হয়ে ওঠে।মোতিলাল বড়াল কর্তৃক মূল্যবান বিবেচনার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৩ শে এপ্রিল তারিখে সম্পাদিত একটি নিবন্ধিত কোবালাপত্রের মাধ্যমে হাজী আলী মোহাম্মদ রাজুকা, মূল বাদী নং ১ (এখন থেকে 'হাজী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং তাঁর স্ত্রী হাজান লছমী বিবি (এখন থেকে ''লছমী'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর পক্ষে

যৌথভাবে মামলাধীন সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়।উপরোক্ত বিক্রয়ের ফলস্বরূপ, মতিলাল মূল বিবাদীকে মালিকানা পরিবর্তনের বিষয়ে অবহিত করে একটি অ্যাটর্নমেন্টের চিঠি প্রদান করেন এবং তাকে বিক্রেতাদের পক্ষে ইজারা দিতে বলেন।তদনুসারে, মূল বিবাদী মূল বাদী নং ১ এবং তার স্ত্রীর পক্ষে উক্ত ইজারা গ্রহণ করে এবং তাদের ভাড়া প্রদান করে।মূল বাদী নং ১-এর স্ত্রী ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, মূল বাদী নং ১ এবং তার দুই পুত্র, বাদী নং ২ এবং ৩কে তার বৈধ উত্তরাধিকারী এবং প্রতিনিধি হিসাবে রেখে।তারা সম্পত্তিতে মৃত ব্যক্তির স্বার্থ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।লছমির মৃত্যুর খবর মূল বিবাদীকে জানানো হয়, যার ফলে মূল বাদী ১ নম্বর এবং তার ছেলেদের খাজনা প্রদান করা হতে থাকে বিবাদীর দ্বারা।বাদীরা যৌথভাবে খাজনার রশিদ প্রদান করতেন।মূল বিবাদী বাদীদের অধীনে একজন ভাড়াটে হয়ে ওঠেন।১৯৮৪-র ৩০ সেপ্টেম্বর এই ইজারাের মেয়াদ শেষ হয়। উক্ত ইজারাের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও মূল বিবাদী বাদীদের কাছে মামলাধীন প্রাঙ্গনের খালি এবং শান্তিপূর্ণ দখল দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।বাদীরা অভিযোগ করেন যে, ১৯৮৩-র ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৮৪-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মামলাধীন প্রাঙ্গণের মোট ভাড়া ৬০০০ টাকা প্রদানে মূল বিবাদী ব্যর্থ হন এবং অবহেলা করেন।ইজারা মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া এবং ভাড়া দিতে ব্যর্থতার কারণে বাদীরা দখলদারি, মধ্যবর্তী মুনাফা এবং অন্যান্য প্রতিবিধানের জন্য মামলা দায়ের করে।

মূল বিবাদী লিখিত বিবৃতি দাখিল করে এই মামলার বিরোধিতা করেছিলেন।মূল বিবাদী তার লিখিত বক্তব্যে বলেছেন যে ১ নং বাদীর মৃত্যুর পর তার বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রতিস্থাপিত করা হয়নি এবং সেই অনুসারে মামলা বাতিল হয়েছে।১ নং বাদীর স্ত্রী ১ নং বাদীর আগেই মারা গেছেন।১ নং বাদীর কোন পুত্র বা কন্যা ছিল না এবং তাই মোহাম্মদীয় আইনের অধীনে তার ছোট ভাই দীন মোহাম্মদকে তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল।দীন মহম্মদ রাজুকার অনুপস্থিতিতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।মূল বিবাদী আরও বলেছেন যে, ১ নং বাদীর প্রাক-মৃত স্ত্রী লাছমি, তাঁর ছোট বোন মুসাম্মৎ মাঙ্গি বিবিকে রেখে গেছেন যিনি মুসলিমদের সুন্নি শেখ পরিচালিত মোহাম্মদীয় আইনের অধীনে অংশ অনুসারে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন।অভিযোগ করা হয়েছিল যে ২ এবং ৩ নং বাদী মাঙ্গি বিবি-কে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে আগ্রহী ছিলেন ভুলভাবে নিজেদের ১ নং বাদীর পুত্র বলে বর্ণনা করে।বলা হয়েছিল যে দীন মহম্মদ এবং মাঙ্গি বিবি এই মামলার একমাত্র অপরিহার্য পক্ষ এবং অভিযোগকারীদের এই মামলা দায়ের করার কোনও কারণ নেই।নিবন্ধিত ইজারায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ইজারাদার শব্দটিতে কেবল তাঁর উত্তরাধিকারী, নির্বাহক, প্রশাসক এবং প্রতিনিধিরাই অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এটাও বিশেষভাবে সম্মত হয়েছিল এবং বোঝা গিয়েছিল যে উক্ত ইজারাদারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উল্লিখিত লিজের অধীনে চুক্তিগুলি কার্যকর করার অধিকারী হবে না যদি উল্লিখিত লিজের অধীনে সংরক্ষিত সময়ের মধ্যে মামলাধীন প্রাঙ্গন বিক্রি করা হয়ে থাকে, এবং এইভাবে ইজারাদার এবং/অথবা ইজারাদারদের যথেষ্ট পরিমাণে এবং বিশেষভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল উল্লিখিত নিবন্ধিত ইজারায় অন্তর্ভুক্ত চুক্তিগুলি বলবৎ করার জন্য।

মূল বিবাদী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা মাসিক ভাড়াটে হিসাবে মামলাধীন সম্পত্তিটি ধরে রেখেছেন।খাজনা রসিদ দিয়ে 1983 সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ভাড়া আদায় করা হয়েছিল।মূল বিবাদীর মৃত্যুর পর প্রতিস্থাপিত বিবাদীরা একটি অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন।অতিরিক্ত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, দীন মোহাম্মদের দুই পুত্র মোঃ আমির ও আশরাফ পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানকার নাগরিক এবং তদনুসারে তারা মামলাধীন সম্পত্তির মালিক হওয়ার অযোগ্য।প্রতিস্থাপিত বিবাদীরা মূল বিবাদীর লিখিত বক্তব্যে দেওয়া অন্য সব বক্তব্য গ্রহণ করেছে।

এই অভিমতের ভিত্তিতে বিচার আদালত নিম্নলিখিত সাতটি বিষয় নির্ধারণ করেছেঃ

১. মামলাটি কি গ্রহণযোগ্য?

২. মামলাটি কি ত্রুটিপূর্ণ সঠিক পক্ষ ছেড়ে বেঠিক পক্ষ নির্বাচনের জন্য?

৩. ৩০. ০৯. ৬৩ তারিখে সম্পাদিত ইজারা দলিল দ্বারা প্রদত্ত ইজারা কি ৩০. ০৯. ৮৪ তারিখে সমাপ্ত হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে?

৪. বর্তমান বাদীরা কি সময়ের প্রবাহ দ্বারা ইজারা নির্ধারণের ভিত্তিতে বিবাদীর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের জন্য ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী?

৫. বাদীরা কি সুদসহ বকেয়া ভাড়া বাবদ ৭, ২১২ টাকা ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী?

৬. বাদীরা কি দাবি করা মধ্যবর্তীকালীন মুনাফা পাওয়ার অধিকারী?

৭. বাদী, আর অন্য কোন প্রতিকারের অধিকারী, যদি থাকে?

বিচারিক আদালতের সামনে প্রধানত দুটি বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল, যথা, বর্তমান প্রতিস্থাপিত বাদীরা সম্পত্তির মালিক নন এবং দখলদারিত্বের মাধ্যমে ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিবাদীর দখলটি মাসিক ভাড়াটিয়ার।

বিচারের সময় বাদীরা হাজির সাথে তাদের সম্পর্ক এবং প্রশ্নাধীন প্রাঙ্গনের মালিকানা প্রমাণের জন্য সাতটি নথি পেশ করেছেন।সেগুলি হল -

ক) কোলকাতা পৌরসংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম শংসাপত্র

খ) বাদীদের নামে রেশন কার্ডগুলো

গ) বাদীদের স্কুল সার্টিফিকেট

ঘ) বাদীদের নামে পাসপোর্ট

ঙ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক জারি করা অ্যাডমিট কার্ড, এবং

চ) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক জারি করা অ্যাডমিট কার্ড

ছ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাডমিট কার্ড।

মামলাটি প্রমাণ করার জন্য বাদী নং ২-কে পিডাব্লু-১ হিসেবে পরীক্ষা করা হয়।তাঁর জবানবন্দিতে তিনি বলেছেন যে, বাদী নং ২ তাঁর ভাই এবং মূল বাদী নং ১ তাঁর পিতা।তাঁর পিতা ১৯৮৭ সালের ৫ই এপ্রিল মারা যান এবং তাঁর মা ১৯৭৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি মারা যান।বাদীরা মূল বাদী ১ নং এর বৈধ উত্তরাধিকারী এবং মূল বিবাদী তাদের পিতামাতার অধীনে পুরো এলাকার জন্য ইজারাদার ছিলেন।ইজারা দলিল এবং বিক্রয় দলিলকে কোনো আপত্তি ছাড়াই এক্সিবিট ১ এবং এক্সিবিট ২ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।লেটার অব অ্যাটর্নমেন্টকে এক্সিবিট ৩ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, আপত্তিসহ।পিডব্লিউ ১ সাক্ষ্য দিয়েছিল যে মামলাধীন প্রাঙ্গন ক্রয়ের পর বিবাদী ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ভাড়া দিয়েছিল এবং তাদের মায়ের মৃত্যুর পরে মূল বিবাদীকে অবহিত করা হয়েছিল।তাদের মায়ের মৃত্যুর পর, মূল বাদী নম্বর ১ এবং বর্তমান বাদীরা মামলাধীন প্রাঙ্গনটি দেখাশোনা করতেন এবং তাদের পিতামাতার মৃত্যুর পর বর্তমান বাদীদের নাম কলিকাতা পৌরসংস্থার নথিতে নথিভুক্ত করা হয় এবং তারা উক্ত প্রাঙ্গণের কর প্রদান করে আসছেন।করদানের রসিদগুলো পেশ করা হয় এবং এক্সিবিট 4 সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।পিডাব্লু-১ তাঁর এবং তাঁর ভাইয়ের জন্ম শংসাপত্র প্রমাণ করেছে যা যথাক্রমে এক্সিবিট ৬

এবং ৬ (ক) হিসাবে চিহ্নিত ছিল।পিডাব্লু-১ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের জারি করা অ্যাডমিট কার্ড, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা জারি করা অ্যাডমিট কার্ড এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিট কার্ড পেশ করে সেগুলো যথাক্রমে এক্সিবিট ৯, ১০ এবং ১১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই সমস্ত নথি দেখানো হয়েছিল এটা প্রমাণ করতে যে তারা কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিল এবং মূল বাদীকে ঐ নথিগুলিতে প্রতিস্থাপিত বাদী ২ ও ৩-এর পিতা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

পুনারায় ডাকা হলে, পিডাব্লু-১ দুটি আসল পাসপোর্ট জমা দিয়েছিল, সেগুলিকে যথাক্রমে এক্সিবিট ৮ এবং ৮ (১) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।উল্লিখিত নথিগুলি পেশ করা হয়েছিল বাদীদের দাবির সমর্থনে মূল বাদীর সাথে তাদের সম্পর্ক, নাগারিকত্ব এবং প্রশ্নাধীন সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ করতে।

তাঁর সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন যে, ইজারা শেষ হওয়ার পর মূল বিবাদীর কোনো স্বত্ব, স্বামিত্ব ও অধিকার ছিল না মামলাধীন প্রাঙ্গণটি দখল করে রাখার এবং যেহেতু মূল বিবাদীরা মামলাধীন প্রাঙ্গণ খালি করতে অস্বীকার করেছিলেন সেহেতু বাদীরা দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করে।

বিবাদীদের পক্ষে বিবাদী নং ১ খাতুন বেগম (এরপর থেকে 'খাতুন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং বিবাদী নং ২, নাসিম লোধী (এরপর থেকে 'নাসিম' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সাক্ষ্য দিয়েছেন।

খাতুন বলেছেন যে ১৯৭৯ সালে লাচমি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান এবং লাচমি বিবির বোন মাঙ্গি তাঁর অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।তিনি অস্বীকার করেছেন যে বাদী নং ২ এবং ৩ হাজি এবং লাচমির পুত্র।তাঁর মতে, দীন মহম্মদ বাদী নং ১ -এর বড় ভাই এবং বাদী নং ২ ও ৩ রাজা মোঃ আমিন ও রাজা মোঃ আশরাফের পিতা।তিনি বলেছেন যে মূল বাদী নং ১-এর মৃত্যুর পর দীন মহম্মদ ১ নং বাদীর অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।জেরায় তিনি অস্বীকার করেন যে আমিন এবং আশরাফ হাজি এবং লাচমির পুত্র। খাতুন কয়েকটি নথির উপর নির্ভর করেছেন এটা দেখাতে যে বাদী নং ২ এবং ৩ উভয়ই দীন মোহাম্মদের পুত্র। নাসিম তাঁর বাদী পক্ষের সাক্ষ্যে বলেছেন যে, ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে মোতিলাল জনৈক আলী মোহাম্মদ রাজুকা এবং তাঁর স্ত্রী হাজান লাচমি বিবির কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করেছিলেন এবং তারপরে তারা তাঁর বাবার কাছ থেকে ভাড়া পেয়েছিলেন যা ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছিল।তিনি দুটি ভাড়ার রসিদ পেশ করেছেন যেগুলো যথাক্রমে এক্সিবিট এ এবং এ/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

২০০৫ সালের ৩০ জুন এর মধ্যে বা তার কাছাকাছি সময়ে প্রতিস্থাপিত বিবাদীরা কলকাতা পৌরসংস্থার মুখ্য পৌর স্বাস্থ্য আধিকারিক দ্বারা নিম্নলিখিত নথিগুলি উপস্থাপনের জন্য সমন জারি করার জন্য এবং উক্ত আধিকারিককে জেরা করার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন:

ক) জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কিত আই নং ৩৮৯, সি নং ৩২, ওয়ার্ড নং এইচ ও/এস পি এল, জন্ম তারিখ/ওয়ার্ড নং ৫১১. ৭০, নিবন্ধীকরণের তারিখঃ ৭২৮০, শিশুর নাম: রাজা মহম্মদ আশরোফ, পুরুষ/মহিলাঃ পুরুষ, মায়ের নাম: লাখী বিবি, পিতার নাম: হাজী আলি রাজউকা, জন্ম স্থান, আগেরমত, ঠিকানাঃ ২, নবাব বদরুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

উক্ত সমনের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সহকারী ধনঞ্জয় মিশ্র হাজির হন এবং জন্ম নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নথিপত্র পেশ করেন।

শ্রী মিশ্র তাঁর বাদী পক্ষের সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন যে, ১০ নম্বর ক্রমিকে চতুর্থ ও ষষ্ঠ কলামে রাজীব গুপ্ত ও গঙ্গা প্রসাদ গুপ্তের নাম বাদ দিয়ে রাজা মহম্মদ আমিন ও হাজি আলি মহম্মদ রাজুকার নাম দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, ২৫শে জুলাই, ১৯৭৬-এর পরিবর্তে ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬-এ ২ নম্বর ক্রমিক এবং ৩ নম্বর ক্রমিক সংশোধন করা হয়।জেরা

চলাকালীন তিনি বলেন যে রাজীব গুপ্তের নাম এবং তার পিতার নাম, ঠিকানা এবং জন্মতারিখের সাথে ইতিমধ্যেই ক্রমিক নং ৫ এ রেকর্ড করা হয়েছে।আপাতদৃষ্টিতে ১০ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত তথ্যগুলি ভুলবশত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সঠিক নাম ও ঠিকানা সহ কলমের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছিল।তাঁর সাক্ষ্য শেষ হওয়ার পর মহামান্য আদালত মন্তব্য করে যে, ১০ নং ক্রমিকে লিখিত অংশটির প্রেক্ষিতে বিভাগীয় প্রধান সহ কোনও ব্যক্তির দ্বারা সই করা হয়নি।

যদিও উচ্ছেদের ডিক্রির বিরুদ্ধে আবেদনের স্মারকলিপিতে বেশ কয়েকটি কারণ গ্রহণ করা হয়েছে, শ্রী হারাধন ব্যানার্জি, আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ আইনজীবী সম্পূর্ণ ন্যায্যতার সাথে বলেছেন যে আবেদনটি কেবল এই কারণে শুনানি করা যেতে পারে যে বাদী নং ২ এবং ৩ হাজীর বৈধ উত্তরাধিকারী নন এবং আবেদনকারীদের জমির মালিক নন, অর্থাৎ, আবেদনকারীরা তাদের ডিক্রি ধারকদের জমির মালিক হিসাবে স্বামিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

শ্রী ব্যানার্জি বলেন যে আবেদনকারীরা মূল বাদী নং ১ এবং তার স্ত্রীর জমির মালিক হিসাবে উপাধি নিয়ে বিতর্ক করছেন না, তবে মূল বাদী নং ১ এবং তার স্ত্রীর আইনি উত্তরাধিকারীদের নথিভুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে মূল বাদী নং ১ এবং তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, যিনি বাদী নং ১ এর আগে মারা গেছেন, মামলার অবসান হয়েছে। সাক্ষ্য আইনের ১১৬ নং ধারার আওতায় এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না, কারণ ২ এবং ৩ নং বাদী সম্ভবত মূল বাদীর আইনি উত্তরাধিকারী নন।

শ্রী ব্যানার্জি বলেন যে এই মামলা্য় বাদী নং ২ এবং ৩ কে প্রমাণ করতে হবে যে তারা মূল বাদী নং ১ এর কাছ থেকে উক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন এবং এই ধরনের কোনও প্রমাণের অভাবে বাদী মামলা চালাতে পারবেন না।এটি বলা হয় যে মামলায় মূল বিবাদীর স্থলাভিষিক্ত আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতিতে একটি সুনির্দিষ্ট আবেদন করা হয়েছে যে বাদী নং ২ এবং ৩ দীন মোহাম্মদ রাজুকার পুত্র যিনি পাকিস্তানের নাগরিক এবং এই সম্পর্কের সত্যতা বিবাদী নং ১ খাতুন বেগম তার প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন।এক্সিবিট বি এবং বিএক-এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যথা, উর্দু ভাষার নথি পাকিস্তান থেকে জন্ম ও মৃত্যু অধিদপ্তরের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত হয়েছে যা কমিশনে খাতুনের সাক্ষ্যের সময় পেশ করা হয়েছিল এবং তার অনুদিত অনুলিপি।এটি বলা হয় যে উক্ত নথিগুলিকে এক্সিবিট-বি এবং বি-এক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।উক্ত নথিগুলির অস্তিত্ব এবং বিষয়বস্তু সাক্ষী দ্বারা যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে।এক্সিবিট বি থেকে পাওয়া স্পষ্ট প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে যে বাদী নং ২ এবং ৩ পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দীন মোহাম্মদ তাদের পিতা ছিলেন এবং এটি খাতুনের দ্বারা এটি যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে, বিবাদী পক্ষের ২ এবং ৩ নং অনুরোধে মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। .

শ্রী ব্যানার্জি আমাদের কাছে ১ নং বাদী দীন মোহাম্মদের আত্মীয় বলে দাবি করা খাতুন বিবির জবানবন্দির মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, দীন মোহাম্মদের সঙ্গে ১ নং বাদীর সম্পর্ক এবং দীন মোহাম্মদের সঙ্গে ২ ও ৩ নং বাদীর সম্পর্ক সম্পর্কে তিনিই একমাত্র বিশেষ জ্ঞান রাখেন। এটি বলা হয় যে তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্টারের নির্যাস উপস্থাপন করেছেন যা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করবে যে দীন মোহাম্মদ পাকিস্তানের নাগরিক এবং মূল বাদী নং ১ এর ভাই এবং বাদী নং ২ এবং ৩ এর পিতা ছিলেন।আদালতকে বোঝানোর প্ররোচিত করা হয়েছে যে হায়দরাবাদের ডি আর ও-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের এক্সবৃটি ‘বি’-র মাঝামাঝি অংশে যে তথাকথিত সীলমোহর রয়েছে এবং উক্ত নথির নীচে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ও অ্যান্ড এম)-এর একজন ডেপুটি ডিরেক্টর (প্রশাসন)-এর স্ট্যাম্প ও সীলমোহর রয়েছে, তা সরকারি সীলমোহর এবং নথিতে স্বাক্ষর করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর।প্রকৃতপক্ষে, দীন মোহাম্মদের স্বাক্ষরটি বাদী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল এবং এক্সবিট ৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।বলা হয় যে যদিও এক্সিবিট বি আপত্তির সাথে চিহ্নিত করা হয়েছিল কিন্তু সেটা উক্ত নথিটিকে সাক্ষ্য হিসাবে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে না কারণ উল্লিখিত নথিটি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের 77 ধারার সাথে পঠিত ধারা 35 অনুসারে প্রমাণিত হয়েছিল।

শ্রী ব্যানার্জি বলেন, ১৮৭০ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৭৭ নম্বর ধারা সহ ৩৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী জনসমক্ষে পেশ করা নথিপত্র গ্রহণযোগ্য।খাতুন বিবির পেশ করা নথিগুলি সরকারি নথিপত্র এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কিত নথিগুলি প্রমাণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, যদিও আদালতের তাদের সম্ভাব্য মূল্য পরীক্ষা করার অধিকার রয়েছে।

যুক্তি দেখানো হয় যে, এটি একটি সরকারী নথি যা উল্লিখিত শংসাপত্র জারি করার জন্য অনুমোদিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যয়িত এবং বিচারের সময় এটি কীভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং উপস্থাপন করা হয়েছিল তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলা হয় যে মিসেস খাতুন বাদী নং ২ এবং ৩ এর সাথে দীন মোহাম্মদের সম্পর্কের বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং উল্লিখিত বিবৃতি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৩২ (৫) ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক যেহেতু উল্লিখিত সম্পর্ক সম্পর্কে তার বিশেষ জ্ঞান ছিল, যা অন্যথায় এক্সিবিট বি এবং বিএক থেকেও প্রমাণিত।এই নথি প্রমাণের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না, যদিও একটি প্রমাণের বিপরীতে অন্য প্রমাণের মূল্যায়নের সময় এর সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

এই বিষয়ে শ্রী ব্যানার্জি ৪৭ সিডব্লিউএন ৬০৭-এ প্রকাশিত গোপাল দাস ও আনর বনাম শ্রী ঠাকুরজি ও ওরস-এর প্রিভি কাউন্সিলের অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতার নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন সিদ্ধান্তে এই নীতিটি অনুসরণ করেছিল।

শ্রী ব্যানার্জি এইভাবে নথিগুলির গ্রহণযোগ্যতা এবং এর সম্ভাব্য মূল্যের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং আমাদের বিশ্বাস করান যে খাতুন দ্বারা পেশ করা নথিটি অলঙ্ঘনীয়।শ্রী ব্যানার্জি বলেন যে, এই মামলায় সাক্ষ্য আইনের ১১৬ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না, কারণ উচ্ছেদের জন্য বাদীদের বিবাদীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা দায়ের করার ক্ষমতা সম্পর্কে আবেদনকারীরা যথেষ্ট সন্দেহ উত্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

বলা হয়েছে যে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান সহকারী দ্বারা পেশ করা নিবন্ধীকরণ নথি দেখাবে যে উল্লিখিত নিবন্ধনে করা সংশোধনগুলি ১৯৬৯ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন এর বিধান অনুসারে করা হয়নি (এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে 'আইন, ১৯৬৯' হিসাবে)আসল এন্ট্রিগুলিতে কলম চালানো হয়েছিল এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রমাণীকরণ ছাড়াই নতুন এন্ট্রি করা হয়েছিলাবিজ্ঞ কৌঁসুলি ১৯৬৯ সালের আইনের ৮ নম্বর ধারা এবং ২০০০ সালের পশ্চিমবঙ্গ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ নিয়মাবলীর ১২ নম্বর বিধির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, ১০ নম্বর সিরিয়ালে যে সংশোধন করা হয়েছে তা জন্মসংক্রান্ত মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক দ্বারা প্রতিস্বাক্ষরিত হয়নি এবং সেই অনুসারে এই নথিটি বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।এই সিরিয়ালে যে সমস্ত এন্ট্রি করা হয়েছে, সেগুলি সব ঢোকানো হয়েছে এবং উপেক্ষা করা উচিত।উল্লিখিত নথিটি পরবর্তী নথিগুলির ভিত্তি তৈরি করতে পারে না, যেমন, প্রবেশপত্র, রেশন কার্ড ইত্যাদি, বাদী নং. ২ এবং ৩ বিচারের সময় বাদী নং ১ এর সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এর উপর নির্ভর করে।শ্রী ব্যানার্জি বলেছেন যে এই জন্ম নিবন্ধনের সাথে কোনও সম্ভাব্য মান যুক্ত করা যাবে না কারণ ১২ নম্বর নিয়মের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা পালন করা হয়নি এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বিরাদমাল সিংভি বনাম আনন্দ পুরোহিত মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন যা ১৯৮৮ (এসইউসিসি) এসসিসি ৬০৪ (অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ১৫)-এ রিপোর্ট করা হয়।

শ্রী ব্যানার্জি আরও বলেন যে বাদী নং ২ এবং ৩ দ্বারা পেশ করা বিভিন্ন নথির সত্যতা নির্ভর করবে কার তথ্যের ভিত্তিতে এই জাতীয় নথিগুলি রেকর্ড করা হয়েছিল এবং তথ্যের উৎস কী ছিল।বাদী নং ২ ও ৩ দ্বারা পেশ করা অ্যাডমিট কার্ড বা রেশন কার্ড বা অন্য কোনও নথিতে যে এন্ট্রিগুলি আছে সেগুলো নিজের দেওয়া বিবৃতি এবং জন্ম নিবন্ধনের এন্ট্রিগুলির উপর ভিত্তি করে হতে পারে৷

এটি বলা হয় যে এমনকি যদি এন্ট্রিটি একটি সরকারী রেকর্ডে করা হয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দ্বারা তার অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের সময়, তবে এটির ওজন থাকতে পারে কিন্তু তাও অনুমোদনের প্রয়োজন হতে পারে তার দ্বারা যার তথ্যের ভিত্তিতে এন্ট্রি করা হয়েছে।শ্রী ব্যানার্জি এ বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের মদন মোহন সিং ও অন্যান্য বনাম রজনী কান্ত ও অন্য, ২০১০ (৯) এসসিসি ২০৯ (অনুচ্ছেদ ১৭ থেকে ২০) -এ প্রকাশিত সিদ্ধান্ত এবং সারওয়ান সিং ও অন্যান্য বনাম অশোক কুমার ও অন্যান্য, এ আই আর ১৯৮৩ পুন অ্যান্ড হার. ৩৬৬ (অনুচ্ছেদ ৪) এ প্রকাশিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন।

শ্রী ব্যানার্জি বলেছেন, যখনই কোনও ব্যক্তির সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তির সম্পর্কের বিষয়ে কোনও মতামতের প্রয়োজন হয়, তখন পরিবারের সদস্য বা অন্য কোনও ব্যক্তির সম্পর্কের নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক এবং প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য।শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করার জন্য এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৯১৪-তে প্রকাশিত দোলগোবিন্দ পরিচয় বনাম নিমাই চরণ মিশ্র এবং অন্যান্য-এর উল্লেখ করেছেন।

শ্রী ব্যানার্জি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের মুদ্দাসানি ভেঙ্কাটা নারসাইয়া (ডি) টিএইচ এলআরএস বনাম মুদ্দাসানি সরোজানা মামলার রায় যা এআইআর ২০১৬ এসসি ২২৫০ এ প্রকাশিত এবং এআইআর ১৯৬১ ক্যাল ৩৫৯ এ প্রকাশিত এইজি গারাপিয়েট বনাম এওয়াই ডারডেরিয়ান মামলার রায় দিয়ে তাঁর বক্তব্য-এর সমর্থনে, যে খাতুনকে জেরা করার সময় বাদীরা তাদের প্রয়োজনীয় ও বাস্তবিক প্রসঙ্গগুলি তুলে ধরেনি।এটি জমা দেওয়া হয় যে উপরোক্ত উভয় সিদ্ধান্তই স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে জেরার সময় বাদীকে অবশ্যই তার প্রতিটি বিরোধী সাক্ষীর কাছে তার নিজের মামলাটি অবশ্যই রাখতে হবে, বিশেষ করে সেই সাক্ষী বা সেই সাক্ষীর কোনও অংশ ছিল যা বাদীরা করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং তদনুসারে এটি অনুষ্ঠিত হতে হবে যে বাদীর মামলাটি প্রমাণিত হয়নি।

বাদীর ডিক্রি ধারকের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব সপ্তংশু বসু বলেন, ১ নম্বর মূল বাদীর নাম বাদ দেওয়ার সময় মূল বিবাদী ১ নম্বর বাদীর সঙ্গে ২ ও ৩ নম্বর বাদীর সম্পর্ক নিয়ে কোনও আপত্তি তোলেননি এবং সিপিসি-র আদেশ ২২ বিধি ৪-এর আওতায় কোনও বিচার চাননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আবেদনকারীদের পক্ষে এই পর্যায়ে এই ধরনের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গা নেই।শ্রী ব্যানার্জি জমা দেন যে মহামান্য ট্রায়াল বিচারক এক্সিবিট বি এবং বি-১-এর উপর ভিত্তি করে প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং মামলা ডিক্রি জারি করেছেন।

আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কউসুলিদের বক্তব্য শুনেছি।

ট্রায়াল কোর্টে বিবাদীর প্রচেষ্টা ছিল এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা যে মূল বাদী ২ এবং ৩ নং বাদীর পিতা ছিলেন না।বিচারিক আদালত ১ নং বাদীর সাথে ২ এবং ৩ নং বাদীর সম্পর্ক মেনে নেয়।ট্রায়াল কোর্ট জন্ম শংসাপত্রের রেজিস্টারের উপর নির্ভর করেছে যা যথাক্রমে এক্সবি. ৬ এবং ৭ হিসাবে চিহ্নিত।বিবাদীরা উক্ত দুটি নথি বাতিল করার জন্য মূল নথিপত্র পেশের জন্য আবেদন করেছিলেন।ধনঞ্জয় রেকর্ডটি পেশ করেন।সন্দেহাতীতভাবে, এই রেকর্ডে কিছু সংশোধন করা হয়েছে।তবে, প্রকৃত ঘটনা হল, এই নথিগুলি উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এবংযথাযথ হেফাজত থেকে পেশ করা হয়েছিল, সংশোধনের ব্যাখ্যাসহ। ধনঞ্জয় সংশোধনের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন রাজীব এবং তাঁর বাবার নাম ১০ নং সিরিয়ালে ভুলবশত উল্লেখ করা হয়েছে, যা পূর্বে ৫ নং সিরিয়ালে উল্লেখ করা হয়েছে।ভুলটা অন্যথায়ও সুস্পষ্ট কারণ কলাম 3-এ, যা "জাতীয়তা, ধর্ম, বর্ণ, যদি থাকে" উল্লেখ করে, রাজার ধর্ম "মুসলিম" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল,এবং উল্লিখিত কলামে কোন সংশোধন বা সংযোজন করা হয়নি।এটি আরও দেখায় যে মামলা দায়েরের অনেক আগে বা বিরোধের উত্থাপনের অনেক আগে ১৯৮০ সালের ১৪

ফেব্রুয়ারি জন্ম নিবন্ধিত হয়েছিল।উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা এটি প্রতিস্বাক্ষরিত হয়নি এই যুক্তিটি প্রমাণ হিসাবে উক্ত নথিটিকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলবে না বা এর সম্ভাব্য মূল্য হ্রাস করবে না।একজন সরকারী কর্মচারী তার সরকারী দায়িত্ব পালনের সময় একটি সত্য উল্লেখ করে সেই তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রেজিস্টার প্রাস্তুত করেছেন এবং তিনি সুস্পষ্ট ভুলগুলির জন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা এই ধরনের এন্ট্রিগুলির প্রমাণমূলক মূল্যকে হ্রাস করবে না শুধুমাত্র এই কারণে যে সংশোধন করার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পাল্টা স্বাক্ষর দিতে ব্যর্থ হয়েছে।১৯৬৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইন এবং ২০২০-র পশ্চিমবঙ্গ বিধি অনুযায়ী এই রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে।জন্ম শংসাপত্র এবং জন্ম নিবন্ধনের প্রতিলিপি হল সরকারি নথি এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই নথির সত্যতা সম্পর্কে অনুমান গ্রহণ করা হয় এবং যারা এই অনুমানকে খণ্ডন করতে চান তাদের উপর ভারী দায়িত্ব বর্তায়।কোনও আপত্তি ছাড়াই বিচারের সময়ও প্রদর্শিত মূল পাসপোর্টে পক্ষগুলির সম্পর্ক প্রদর্শিত হবে।প্রকৃতপক্ষে, বিচারের সময় প্রদর্শিত লেটার অফ অ্যাটর্নেমেন্ট ছাড়া সমস্ত নথি যা প্রকাশ এবং যেগুলির ওপর নির্ভর করা হয়েছিল কোনও আপত্তি ছাড়াই এক্সিবিট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অ্যাটর্নমেন্টের চিঠিটি অবশ্য প্রমাণিত হয়েছিল এবং শ্রী ব্যানার্জির দ্বারা কোন যুক্তি দেখানো হয়নি যে এটির উপর কাজ করা হয়নি বলে অ্যাটর্নমেন্টের কোন চিঠি ছিল না।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, বাদী ১ নং মামলা দায়ের করেছিলেন ২ এবং ৩ নং বাদীর সঙ্গে।অভিযোগপত্রে ১ নং বাদী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বাদী নং ২ এবং ৩ তাঁর পুত্র।১ নং বাদী মামলা দায়েরের অব্যবহিত পরেই মারা যান।১ নং বাদী জীবিত থাকা অবস্থায় ২ ও ৩ নং বাদীর সাথে ১ নং বাদীর সম্পর্ক সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা প্রাসঙ্গিক কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে।যে সমস্ত নথিতে ১ নং বাদীর রেফারেন্সের প্রয়োজন, তার প্রায় সবকটিতেই দেখা যাবে যে মূল বাদীকে ২ এবং ৩ নং বাদীর পিতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।মূল লিখিত বক্তব্যে, মূল বিবাদী এই দাবি তোলেননি যে দীন মহম্মদ পাকিস্তানের নাগরিক এবং বাদী নং ২ এবং ৩ দীন মোহাম্মদের পুত্র হওয়ায় ভারতে কোনও সম্পত্তি রাখার অধিকার নেই।

বাদীরা অন্যদের মধ্যে তাদের সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য আসল পাসপোর্টটি পেশ করেছেন।১৯৬৭ সালের পাসপোর্ট আইনের আওতায় পাসপোর্ট প্রদানের পদ্ধতি অত্যন্ত কঠোর।আবেদনপত্র পাওয়ার পর পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত তদন্ত করে এবং আবেদনকারী যে ভারতের নাগরিক সে বিষয়ে সন্তুষ্ট হলেই পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।পাসপোর্ট আইন, ১৯৬৭-র ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী তদন্তও একটি পরিচয়পত্র।এটি দ্রুত-নিষ্পন্ন বা বেপরোয়াভাবে করা হয় না।আশ্চর্যজনকভাবে, প্রতিবাদীবাদী কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ২ এবং ৩ নং বাদীর কথিত ভুয়া পরিচয় বা পাসপোর্ট ইস্যু করার সময় এবং তার পরেও তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনও অভিযোগ করেনি।

বিবাদীরা বিচারের ভাগ্য জেনে বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করার জন্য বাদীর নং ২ এবং ৩ এর আসল পরিচয় নিয়ে আদালতের মনে মেঘ তৈরি করার জন্য একটি বিভ্রান্তিকর পদ্ধতি তৈরি করে।বিবাদীদের নির্দেশে প্রায় ১৮ বছর বিচারের পর খাতুন বিবির সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য একজন কমিশনারকে নিয়োগ করা হয়।তাঁর জবানবন্দির সময় তিনি এক্সিবিট বি এবং এর ইংরেজি অনুবাদ যা এক্সিবিট বি-এক হিসাবে চিহ্নিত, পেশ করেছিলেন। এই নথিগুলি নিয়ে বাদীর আইনজীবী অবিলম্বে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং কমিশনারের দ্বারা জবানবন্দিতে যথাযথভাবে রেকর্ড করা হয়েছিল।খাতুন বিবি এক্সিবিট বি পাওয়ার বিষয়ে পরস্পরবিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন। সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন যে তাঁর স্বামীর বড় ভাই 'খাজা' পাকিস্তান থেকে সেই নথিগুলি পাঠিয়েছিলেন।জেরায় তিনি বলেছেন, খাজা এবং তাঁর স্ত্রী, যার নাম তিনি মনে করতে পারছিলেন না, তাদের কোলকাতা সফরের সময় ঐ নথিগুলি নিয়ে এসেছিলেন।তিনি বছর এবং মাস মনে করতে পারেন না যখন এই ধরনের নথি

সরবরাহ হয়।দাবি অনুযায়ী ওই নথিগুলো পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।জেরার সময় তিনি আরও বলেন, লিখিত বক্তব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না।

শ্রী ব্যানার্জী তাঁর বক্তব্য পেশের সময় খাতুনের জেরার প্রশ্ন নং 14 এর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এই যুক্তি দিতে যে খাতুন কেবল দীন মোহাম্মদের স্বাক্ষরই শনাক্ত করেননি, উল্লিখিত নথিটি বাদীদের অনুরোধে এক্সিবিট ৭ হিসাবে চিহ্নিত করাও হয়েছিল। আমরা কমিশনারের রিপোর্ট এবং মূল এক্সিবিট বি দেখেছি। যদিও এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি এক্সিবিট ৭ হিসাবেও চিহ্নিত ছিল, তবে এক্সিবিটগুলির তালিকা থেকে দেখা যাবে যে বাদীদের অনুরোধে দীন মোহাম্মদের স্বাক্ষরটি এক্সিবিট ৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি।বাদীদের জেরা থেকে আমরা দেখতে পাই না যে তাদের মধ্যে কাউকে এই স্বাক্ষরটি দেখানো হয়েছিল বা উক্ত স্বাক্ষর সম্পর্কে বাদীদের কাছে কোনও প্রশ্ন করা হয়েছিল।তাছাড়া, এক্সিবিট ৭ ১৯৪৬ সালের ৪২ নং মামলার সাথে সম্পর্কিত একটি পিটিশন এবং নথিতে এমন কিছুই ছিল না যা প্রমাণ করে যে বাদী এক্সিবিট ৭ হিসাবে স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়েছেন।প্রকৃতপক্ষে, স্বাক্ষরটি খাতুন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, বাদীদের দ্বারা নয়।

অধিকন্তু, কোনো নথি বা তার বিষয়বস্তুর গ্রহণযোগ্যতা অপরিহার্যভাবে কোনো অনুমানের দিকে পরিচালিত করে না, যদি না তার বিষয়বস্তুর কিছু সম্ভাব্য মূল্য থাকে।আমরা যদি এক্সিবিট বি-কে গৌণ প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করি, তবে এটি অবশ্যই ভিত্তিগত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে যে কথিত অনুলিপিটি আসলে মূল-এর প্রকৃত অনুলিপি।একটি নথিতে শুধুমাত্র একটি স্বাক্ষর থাকাকে নথির বিষয়বস্তুর প্রমাণ বলে গণ্য করা হয় না। আইন অনুযায়ী নথিপত্রগত সাক্ষ্য প্রমাণ করতে হবে।

যে কোনও পরিস্থিতিতে এক্সব্টি বি-র সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণের আগে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে এই নথিটি থ্রেশহোল্ড গ্রহণযোগ্যএবং পরীক্ষার অতিক্রম করে কিনা।শুধুমাত্র নথিটি পেশ করার অর্থ এই নয় যে, এই নথিটি প্রমাণের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য।যখন কোনও নথিকে আপত্তির সঙ্গে এক্সিবিট হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তখন তার অর্থ এই নয় যে আদালত উক্ত নথির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং কেবলমাত্র সম্ভাব্য মূল্য মূল্যায়ন করতে হবে।কোনো আপত্তি ছাড়াই এক্সিবিট-বি চিহ্নিতকরণের অর্থ এই নয় যে, নথিটি গ্রহণযোগ্য, তবে এর সম্ভাব্য মূল্য পরে মূল্যায়ন করা হবে। কমিশনারের সামনে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।এই নথি জমা দেওয়ার সময় কমিশনার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।২০১১ (৪) এস সি সি ২৪০-এ এল. আর. বনাম এ. রামালিঙ্গম-এর এইচ. সিদ্দিকী (মৃত) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আদালতকে গৌণ সাক্ষ্যগুলিতে নথির গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটি অনুমোদন করার আগে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাধ্যবাধকতা হিসাবে পর্যবেক্ষণ করেছে।এক্ষেত্রে, কমিশনারের উচিত ছিল এই নথিটিকে আপত্তির সাথে এক্সিবিট হিসাবে চিহ্নিত করার পরিবর্তে বিষয়টি আদালতের হাতে ছেড়ে দেওয়া।তবে, কমিশনারের দ্বারা চিহ্নিত করার এই পদ্ধতির অর্থ এই নয় যে, উল্লিখিত নথিটি প্রমাণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এবং বিষয়বস্তু আলাদাভাবে প্রমাণ করতে হবে।শ্রী ব্যানার্জি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ধারা ৩৫ এবং ধারা ৭৭ এর উপর নির্ভর করেছেন।

৩৫ নং ধারায় সরকারি নথিতে প্রবেশের প্রাসঙ্গিকতা অথবা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন নথির প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করা হয়েছে।একটি নথি ধারা ৩৫-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আগে নিম্নলিখিত শর্তাবলী অবশ্যই পূরণ করতে হবেঃ

১) নথিটি অবশ্যই কোনও পাবলিক বা অন্যান্য সরকারী বই, রেজিস্টার বা রেকর্ডে নথিভুক্ত হতে হবে।

২) বিষয়টিতে অবশ্যই একটি সত্য বা প্রাসঙ্গিক সত্য উল্লেখ করতে হবে

(৩) এন্ট্রিটি অবশ্যই একজন সরকারি কর্মচারীকে তার সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় করতে হবে অথবা তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেশের আইন দ্বারা যেখানে সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিটি রাখা হয়, এবং

৪) সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির অবশ্যই এতে অধিগমনের অধিকার থাকতে হবে।(দেখুনঃ বিহার রাজ্য বনাম রাধা কৃষ্ণ সিং, ১৯৮৩ (৩) এসসিসি ১১৮; রবিন্দর সিং গোর্খি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, ২০০৬ (৫) এসসিসি ৫৮৪ এবং বাবলু পাসি বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য, ২০০৮ (১৩) এসসিসি ১৩৩)।

৭৭ নং ধারায় নথির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি উপস্থাপনের মাধ্যমে নথির প্রমাণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।আবেদনকারী/বিবাদীদের প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, 'এক্সিবিট বি' একটি সরকারি নথি এবং এতে পাকিস্তানের একজন সরকারি কর্মচারী তার সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় এন্ট্রি করেন।যে নথির ওপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে, সেটি পাকিস্তানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা বলে মনে করা হচ্ছে।ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৭৮ নম্বর ধারার আওতায় এটি 'অন্যান্য সরকারি নথিপত্র' হিসেবে বিবেচিত হবে।যেহেতু এটি একটি বিদেশী নথি, তাই ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৭৮ (৬) ধারা অনুসারে এটি প্রমাণ করতে হবে।এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে -

> ৭৮ (৬). বিদেশে অন্য যে কোন শ্রেণীর সরকারি নথি, মূল নথি অথবা তার আইনজীবি দ্বারা প্রত্যয়িত অনুলিপি, নোটারি পাবলিক বা (একজন ভারতীয় কনসাল) বা কূটনৈতিক এজেন্টের সীলমোহরের অধীনে একটি শংসাপত্র যে অনুলিপি যথাযথভাবে মূল নথির আইনী হেফাজতে থাকা কর্মকর্তা এবং বিদেশী দেশের আইন অনুযায়ী নথির চরিত্রের প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যায়িত হয়।

এই ধারার আওতায় যে প্রমাণের প্রয়োজন, তা হল আদালত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, কোনও নথি এমন কোনও নথি কিনা, যা ৭৪ ধারার 'পাবলিক ডকুমেন্ট'-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে, কারণ, যদি না নথির বৈশিষ্ট্য হয় যে, এটি কোনও সরকারি আধিকারিক, আইনসভা, বিচার বিভাগীয় বা কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কাজ, তবে এটি পাবলিক ডকুমেন্ট হবে না।(দেখুন ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানি ভি বাদাত অ্যান্ড কোম্পানি, এআইএবং ১৯৫৯ বোম ৪১৪ঃ৬১ বোম এলআর ৩৩৩ঃ আইএলআর (১৯৫৯) বোম ১০০৪)।

পাকিস্তান থেকে জন্ম রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতার প্রসঙ্গে পাঞ্জাব হাইকোর্ট ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম অমরীক সিং, এআইআর ১৯৬৩ পুঞ্জ ১০৪ঃ আইএলআর (১৯৬২) ২ পুঞ্জ ৫৯৭ এ রায় দিয়েছে যে,এই ধারার অধীনে পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারের দ্বারা প্রত্যয়িতকরণের অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানের কোন শহরের টাউন কমিটির জন্ম নিবন্ধের একটি অনুলিপি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

উপ-ধারা (৬)-এ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, মূল নথির আইনি রক্ষক এবং কাউন্সেল জেনারেলের দেওয়া দুটি শংসাপত্র ছাড়াও নথিটি গ্রহণ করার আগে বিদেশে আইন অনুযায়ী নথির চরিত্রের প্রমাণ থাকতে হবে।বাদাত অ্যান্ড কোং বনাম ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানি, এআইএবং ১৯৬৪ এসসি ৫৩৮)-এ বিচারপতি শুভো রাও-এর মতে, এটি একটি পূর্বশর্ত।

'এক্সিবিট বি' নামে যে নথিটি পেশ করা হয়েছে, তাতে উপরোক্ত কোনও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়নি এবং সেই অনুসারে নথিটি চিহ্নিত করা বা নথিভুক্ত করা যায়নি।এই ধারায় উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ হলেই কেবল ঐ নথিটিকে এক্সিবিট হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে।

এই মামলায় সাক্ষ্য-প্রমাণ কমিশনের হাতে ছিল এবং কমিশনার আপত্তি জানিয়ে নথিটি নথিভুক্ত করেছেন।কোনও নথি প্রমাণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আগে তার অস্তিত্ব এবং সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক যথাযথ হেফাজত হতে কোন দলিল পেশ করা হয় অথবা তা একটি সরকারি দলিল হয় এবং তাতে ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী স্বীকৃত আনুমানিক মূল্য থাকে, তা হলে উক্ত দলিলটি নথিভুক্ত করে সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে এবং প্রদর্শনীতে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বাদীর বিরুদ্ধে বিবাদীদের দাবি মূলত এক্সিবিট বি-র উপর ভিত্তি করে। উক্ত নথির মাঝখানে একটি সিল এবং নীচে পাকিস্তানের আধিকারিকদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্ট্যাম্প রয়েছে।উল্লিখিত নথির সত্যতা আইন দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় না এবং অগত্যা কোন অনুমানমূলক মূল্য বহন করে না।উক্ত নথির সত্যতা ও সত্যতা নিয়ে বিবাদীরা আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী নথির চরিত্রের কোনও প্রমাণ না থাকায় এই কথিত শংসাপত্রগুলি নথি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।পাকিস্তানে ভারতীয় হাই কমিশন বা দুটি নথিতে সাক্ষর করার জন্য আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা এটি কোনও সত্যায়ন বহন করে না।এই নথির প্রমাণীকরণের জন্য অবশ্যই একটি পদ্ধতি এবং একটি শংসাপত্র থাকতে হবে যা এই ধরনের নথির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে যাতে উক্ত নথিকে প্রকৃত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৭৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে একটি সরকারি হেফাজতে থাকা নথি, যা যে কোনও ব্যক্তির পরিদর্শন করার অধিকার রয়েছে, দাবি করলে একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি দিতে হবে।৭৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, এই ধরনের প্রত্যয়িত অনুলিপি সরকারি নথিপত্র বা তার অংশবিশেষের বিষয়বস্তুর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যেতে পারে।শংসাপত্র দেওয়া কপিগুলি মূল বলে বিবেচিত সংবিধিগুলির (কন্ট্রোলার অফ গোরক্ষপুর-সাইলেন্স এআইআর ১৯৩৪ পিসি ৫৭)। পাবলিক ডকুমেন্টের প্রত্যয়িত অনুলিপিটি পাবলিক ডকুমেন্টের গৌণ প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।এক্সিবিট বি যে পাকিস্তানের আইনজীবি দ্বারা প্রত্যয়িত এবং নোটারি পাবলিক বা কোনও ভারতীয় কাউন্সেলের সীলমোহরের অধীনে একটি শংসাপত্র, তার কোনও প্রমাণ নেই।এটি প্রতীয়মান হয় না যে, উক্ত নথিটি মূল নথির আইনি হেফাজতে থাকা আধিকারিকের দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যয়িত হয়েছে।বিবাদীরা যদি তাদের আসল পরিচয় সম্পর্কে বাদীদেরকে বদনাম করতে চান, এবংহলে তারা ১৮৭০ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৭৮ (৬) ধারা অনুসরণ করতে পারতেন।যে ব্যক্তি এক্সিবিট-বি পাওয়ার দাবি করেছেন, তিনি আসেননি এবং সাক্ষ্য দেননি।

দীন মহম্মদ আসেননি এবং সাক্ষ্য দেননি। খাতুন বিবি একথা বলতে পারেননি যে, দীন মহম্মদ জীবিত না মৃত।'খাজা' বেঁচে নেই, এমন কোন নথি তিনি দেখাতে পারেননি।শ্রী ব্যানার্জী ন্যায্যভাবে বলেছেন যে দীন মোহাম্মদ বা মাঙ্গী বিবিকে কোন খাজনা দেওয়া হয়নি, যারা বিবাদীদের মতে যথাক্রমে লছমী এবং হাজীর মৃত্যুর পর প্রশ্ন-অধীন সম্পত্তিএবং জমির মালিক হয়েছিলেন।উল্লিখিত নথির সম্ভাব্য মূল্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যদি বিবাদীরা প্রথমে আদালতকে উক্ত নথির সত্যতা এবং অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজি করাতে সক্ষম হয়।বাদীরা এই নথিগুলিকে কখনই প্রকৃত বলে স্বীকার করেননি।

মদন মোহন (পূর্বোক্ত) গ্রন্থে গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্ভাব্য মূল্যের ধারণা আলোচনা করা হয়েছে।উক্ত সিদ্ধান্তে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট তার আগের সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করেছে এবং নিম্নলিখিত রায় দিয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৭ থেকে ২১):

> *১৭। বিহার রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম রাধা কৃষ্ণ সিং এবং অন্যান্য. এই আদালত একই রকম যুক্তি নিয়ে কাজ করেছে এবং নিম্নোক্ত রায় দিয়েছেঃ*

৪০....একটি নথির গ্রহণযোগ্যতা এক জিনিস এবং এর সম্ভাব্য... মূল্য সম্পূর্ণ ভিন্ন-এই দুটি দিককে একত্রিত করা যায় না।একটি নথি গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং তবুও কোন প্রত্যয় বহন করতে পারে না এবং এর সম্ভাব্য মূল্যের ওজন শূন্য হতে পারে।

53.... যদি কোনও দায়িত্বশীল আধিকারিক কোনও রিপোর্ট দেন, যা সাক্ষী এবং নথিপত্রের প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এবং যার একটি সংবিধিবদ্ধ গুণ রয়েছে যে এটি কেবল প্রশাসনিক আধিকারিকের দ্বারা নয়, সংবিধির কর্তৃত্বের অধীনে দেওয়া হয়, তবে এর সম্ভাব্য মূল্য অবশ্যই খুব বেশি হবে যাতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী হতে পারে।

১৪৫ (৪) নথির সম্ভাব্য মূল্য, তা যত প্রাচীন হোক না কেন, যা তাদের তথ্যের উৎস প্রকাশ করে না বা পর্যাপ্ত কুখ্যাতি অর্জন করেনি তা খুব কম মূল্যবান।

১৮। অতএব, একটি নথি গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে কোনও নির্দিষ্ট মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে তার অন্তর্ভুক্তির কোনও সম্ভাব্য মূল্য রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হতে পারে।উপরোক্ত আইনি প্রস্তাবটি রাম প্রসাদ শর্মা বনাম বিহার রাজ্যঃ রাম মূর্তি বনাম হরিয়ানা রাজ্য, দয়ারাম এবং অন্যান্য বনাম দাওয়ালতশাহ এবং অন্য, হরপাল সিং এবং অন্য বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য, রবিন্দর সিং গোর্খি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, বাবলু পাসি বনাম ঝাড়খন্ড রাজ্য এবং অন্য; দেশ রাজ বনাম বোধ রাজ এবং রাম সুরেশ সিং বনাম প্রভাত সিং @ ছোটু সিং এবং অন্যএই সমস্ত ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিক যদি তাঁর কর্তব্য পালনের সময় সরকারি নথিতে নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেওএর ওজন থাকতে পারে, তবে যে ব্যক্তির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই তথ্যটি তৈরি করা হয়েছে এবং এই তথ্যটি প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হয়েছে কিনা, সেই ব্যক্তির কাছ থেকে এর সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন হতে পারে।এখানে প্রয়োজনীয় প্রমাণের মান অন্যান্য দেওয়ানী এবং ফৌজদারি মামলার মতোই।

১৯। এই ধরনের নথি যেকোন পাবলিক ডকুমেন্টে থাকতে পারে, যেমন স্কুল রেজিস্টার, ভোটার লিস্ট অথবা পারিবারিক রেজিস্টার যা বিধি ও নিয়মাবলীর অধীনে তৈরি হয়েছেমোঃ ইকরাম হুসেন বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য এবং সান্তেনু মিত্র বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায় সাক্ষ্য আইনের ৩৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী গ্রহণ করা যেতে পারে।

২০। যতদূর পর্যন্ত সরকারী দায়িত্ব পালনে অনুমোদিত একজন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির দ্বারা সরকারী রেকর্ডে করা এন্ট্রি সম্পর্কিত, এগুলি সাক্ষ্য আইনের 35 ধারার অধীনে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তবে আদালতের তাদের সম্ভাব্য মূল্য পরীক্ষা করার অধিকার রয়েছে।এন্ট্রিগুলির সত্যতা নির্ভর করবে কার তথ্যের ওপর এই ধরনের এন্ট্রিগুলি রেকর্ড করা হয়েছে এবং তার তথ্যের উত্স কী ছিল তার উপর।স্কুল রেজিস্টার/স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটের এন্ট্রি আইন অনুসারে প্রমাণ করতে হবে এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণের মান অন্য যে কোনও দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলার মতো একই থাকবে।

২১। একজন ব্যক্তির বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবথেকে ভালো প্রমাণ হল তার পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া যায়, যদি তা নির্ভেজাল নথির মাধ্যমে সমর্থিত হয়।যদি স্কুল রেজিস্টার/সার্টিফিকেটে উল্লিখিত জন্ম তারিখ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির অকাট্য প্রমাণ এবং সমসাময়িক নথিপত্র যেমন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, সরকারি

হাসপাতাল/নার্সিং হোম ইত্যাদির জন্ম তারিখ দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তা হলে স্কুল রেজিস্টার থেকে এন্ট্রি বাদ দিতে হবে।(দ্রষ্টব্যঃ ব্রিজমোহন সিং বনাম প্রিয়া ব্রত নারায়ণ সিনহা এবং অন্যান্য. বিরাদমল সিংভি বনাম আনন্দ পুরোহিত, সাইনালিস্ট বিষ্ণু বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, এবং সতপাল সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য।

সিপিসি-র ত্রয়োদশ বিধির ৩ ও ৪ নিয়ম-এ নথিপত্র যেভাবে গ্রহণ করা হবে, তার উল্লেখ রয়েছে।কোডে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোনও নথি গ্রহণ করার আগে, সভাপতিত্বকারী বিচারককে অবশ্যই নথির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে তার বিচার প্রয়োগ করতে হবে।

স্ট্রাউডের জুডিশিয়াল ডিকশনারি অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেসেস-এ ১০ম সংস্করণে 'গ্রহণযোগ্য' শব্দটি উল্লেখ এবং হয়েছেঃ

(গ) গ্রহণযোগ্য (সাক্ষ্য আইন, ১৯৩৮) (গ) ১ (১) (আই) (বি)) এর অর্থ হতে পারে যে, কোনো বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে নয়, কিন্তু কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত একটি বিবৃতি যদি একা বসে থাকেন তবে একজন বিচারকের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত, তবে যদি কোনও ব্যক্তি থাকেন তবে তাকে জুরি থেকে রাখা যেতে পারে।(সিম্পসন বনাম লিভার [১৯৬৩] ১ কিউবি ৫১৭)।

পি রামানাথ আয়ারের অ্যাডভান্সড ল লেক্সিকন-এ ষষ্ঠ সংস্করণে 'গ্রহণযোগ্য' এবং 'গ্রহণযোগ্য প্রমাণ' শব্দগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষেত্রে বিবেচনার যোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক।যে কোনও বিচার বিভাগীয় কার্যধারায় যে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হবে, সেই প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হবে।[রাজ্য বনাম নলিনী, (১৯৯৯) ৫ এসসিসি ২৫৩, অনুচ্ছেদ ৪১৯ঃ১৯৯৯ এসসিসি (সিআর) ৬৯১-এ উল্লেখিত ব্ল্যাকের আইন অভিধান।] আরও দেখুন মহম্মদ ফারুক আব্দুল গফুর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১০) ১৪ এসসিসি ৬৪১, অনুচ্ছেদ ৮৬।

[সাক্ষ্য আইন, ১৯৩৮ (সি. ২৮), ধারা ১ (১) (আই) (বি)] এর অর্থ হতে পারে যে, কোনো বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে নয়, কিন্তু কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত একটি বিবৃতি যদি একা বসে থাকেন তবে একজন বিচারকের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত, তবে যদি কোনও ব্যক্তি থাকেন তবে তাকে জুরি থেকে রাখা যেতে পারে(সিম্পসন বনাম লিভার, [১৯৬৩] ১ কিউবি ৫১৭)।

জুডিশিয়াল প্রুফ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণ করা হয়েছে।ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯৭ নম্বর ধারা (১৮৬০-এর ৪৫ নম্বর ধারা) মেনে নেওয়া বা অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে[১৯৪৮-এর ৩৪ নম্বর ধারা]।

(ক) গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য.প্রমাণের ক্ষেত্রে এই শব্দটির অর্থ হল যে, যে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে তা এমন ধরনের যে আদালত বা বিচারক এটি গ্রহণ করতে বাধ্য যা বিচারের সময় এটি উত্থাপনের অনুমতি দেয়।[রাজ্য বনাম নলিনী, (১৯৯৯) ৫ এসসিসি ২৫৩, অনুচ্ছেদ ৪২০ঃ১৯৯৯ এসসিসি (ক্রি) ৬৯১-এ

উল্লেখিত ব্ল্যাকের আইন অভিধান] আরও দেখুন মহম্মদ ফারুক আব্দুল গফুর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১০) ১৪ এসসিসি ৬৪১, অনুচ্ছেদ ৮৬।

প্রমাণের ক্ষেত্রে এই শব্দটির অর্থ হল যে, যে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে তা এমন ধরনের যে আদালত বা বিচারক এটি গ্রহণ করতে বাধ্য যা বিচারের সময় এটি উত্থাপনের অনুমতি দেয়।সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে হলে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হতে হলে এটি অবশ্যই বস্তুগত প্রস্তাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।স্মিথ বনাম রাজ্য, আলাস্কা, ৪৩১পি. ২ডি ৫০৭ঃ৫০৯. (জোর দেওয়া হয়েছে)

"প্রমাণের মধ্যে গৃহীত" অভিব্যক্তিটির অর্থ হল প্রমাণের অংশ হিসাবে নথিটি নথিভুক্ত করার অনুমতি দেওয়ার কাজ। কিন্তু তা অবশ্যই বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে যে, তা প্রমাণের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় কি না।

সম্ভাব্য মান হল কোনও বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সত্যের প্রমাণের উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের সম্ভাব্যতা।এটি প্রমাণ গ্রহণের অন্যতম প্রধান উপাদান, কারণ গ্রহণযোগ্য প্রমাণটি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে বিষয়টিকে আরও সম্ভাব্য বা কম সম্ভাব্য করার জন্য, তার সম্ভাবনা যতই কম হোক না কেন (দেখুন কর্নেল ল স্কুল, লিগ্যাল ইনফরমেশন ইনস্টিটিউট)।

লর্ড স্টেইন যে প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছিলেন তা যদি প্রমাণ হতে সক্ষম হয়, অন্য কথায়, যদি প্রমাণ কোনও সত্যের প্রমাণ বা অপ্রমাণের দিকে ঝোঁকে, তবে প্রমাণ প্রোবেটিভ।প্রমাণের সম্ভাব্য 'মূল্য' হ 'ল বিতর্কিত সত্যের প্রমাণ বা অপ্রমাণের প্রতি প্রবণতার শক্তির বিবরণ।(দেখুন স্ট্রাউডের জুডিশিয়াল ডিকশনারি অফ এবংয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেসেস, ১০ম সংস্করণ)।

প্রমাণের একটি অংশের সম্ভাব্য মূল্য মানে তাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে।এটি এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি মামলার সত্য এবং পরিস্থিতি অনুসারে বিচার করতে হবে।(দেখুন. রাম বিহারী যাদব বনাম বিহার রাজ্য, এআইআর ১৯৯৮ এসসি ১৮৫০ঃ (১৯৯৮) ৪ এসসিসি ৫১৭ অনুচ্ছেদ ৬) খাতুন বিবাদী এবং একটি আগ্রহী পক্ষ।

১৮৭০ সালের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টের ৩২ (৫) ধারার সুবিধা নেওয়ার জন্য তাঁকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। আমাদের দৃষ্টিতে ধারা ৩২ (৫) বিরোধী পক্ষের দ্বারা মামলা চলাকালীন সময়ে অস্বীকারের ক্ষেত্রে আগ্রহী পক্ষের বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।মূল বাদী নং ১ এবং মূল বাদী নং ২ এবং ৩-এর মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে খাতুনের প্রমাণ বিতর্কিত প্রশ্ন উত্থাপনের আগে দেওয়া হয়নি।এর বিপরীতে, মামলার আগে স্বাধীন বিশ্বাসযোগ্য এবং অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যেখানে বাদী নং ২ এবং ৩ কে হাজির পুত্র হিসাবে দেখানো হয়েছিল।

গোপাল দাসে (উপরে) গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্ভাব্য মূল্যের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।এটি বলা হয়েছে যে যেখানে আপত্তিটি এমন নয় যে একটি নথি নিজেই অগ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রমাণের পদ্ধতিটি অনিয়মিত বা অপর্যাপ্ত, নথিটিকে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা এবং রেকর্ডে গ্রহণ করার আগে আপত্তিটি বিচারে নেওয়া উচিত।

তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আপত্তি হল নথির অস্তিত্ব সম্পর্কে।এবং সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুযায়ী উপস্থাপন করা না হলে উক্ত নথি নথিভুক্ত করা যেত না।এই নথিতে প্রযোজ্য বিধিগুলির অধীনে পাকিস্তান থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা নথিটি কেবলমাত্র সন্তোষজনকভাবে রেকর্ড করা হয়েছিল যে এই নথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিগুলির অধীনে এই নথিটি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং তারপরে এর সম্ভাব্য মূল্যের প্রশ্নটি বিচারের সময় মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

দোলগোবিন্দায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ধারা ৫০-এর ব্যাখ্যাটি নিম্নোক্ত শব্দে করেছে।

এই অধ্যায়টি সহজভাবে পড়লে এটা স্পষ্ট যে এটি একটি নির্দিষ্ট তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কাজ করে।এতে কার্যত বলা হয়েছে যে, আদালত যখন একজন ব্যক্তির সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্কের বিষয়ে মতামত তৈরি করে, তখন সেই সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে এমন কোনও ব্যক্তির এমন সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামত প্রাসঙ্গিক সত্য।এই অধ্যায়ের সঙ্গে সংযোজিত দুটি চিত্র স্পষ্টভাবে এই অধ্যায়ের প্রকৃত পরিধি এবং প্রভাব তুলে ধরে।আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, এই ধারার অপরিহার্য চাহিদাগুলি হল-(১) এমন কোন মামলা থাকতে হবে যেখানে একজন ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক সম্পর্কে আদালতকে মতামত গঠন করতে হবে।(২) এইরূপ ক্ষেত্রে, এই ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে আচরণের দ্বারা প্রকাশিত মতামত একটি প্রাসঙ্গিক সত্য।(৩) যে ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করা প্রাসঙ্গিক, তাকে অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যার পরিবারের সদস্য হিসাবে বা অন্যভাবে সম্পর্কের নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের বিশেষ মাধ্যম রয়েছে, অন্য কথায়, সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই এই ধারার পরবর্তী অংশে বর্ণিত শর্ত পূরণ করতে হবে।সেই ব্যক্তি যদি সেই শর্ত পূরণ করেন, তা হলে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত তাঁর মতামত প্রাসঙ্গিক।মতামত মানে শুধুই গালগল্প বা গুজব রটানো নয়, এর অর্থ বিচার বা বিশ্বাস, অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট প্রশ্নের বিষয়ে একজন কী ভাবছে তার ফলে সৃষ্ট বিশ্বাস বা প্রত্যয়।এখন, বিশ্বাস বা প্রত্যয় আচরণ বা ব্যবহারে প্রকাশ পেতে পারে যা বিশ্বাস বা মতামতের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে।এই ধারায় যা বলা হয়েছে তা হল, এই ধরনের ব্যবহার বা বাহ্যিক আচরণ সংশ্লিষ্ট মতামতের প্রমাণস্বরূপ এবং তাই তা প্রমাণ করা যেতে পারে।আমরা মনে করি যে, চান্দু লাল আগরওয়ালা বনাম খালিলার রহমান আই. এল. আর. [১৯৪২] কল ২৯৯-এ সাক্ষ্য আইনের ধারা ৫০-এর প্রকৃত পরিধি ও প্রভাব সঠিকভাবে এবং সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

> *এটা শুধুমাত্র 'আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামত' যা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।এভাবেই আচরণ আসে।প্রস্তাবিত প্রমাণের বিষয়বস্তু 'আচরণ', কিন্তু প্রমাণের ক্ষেত্রে যা গ্রহণযোগ্য তা হল 'মতামত', এই ধরনের আচরণ দ্বারা প্রকাশিত মতামত।প্রমাণের প্রস্তাবিত আইটেম এইভাবে শুধুমাত্র আদালতকে একটি মধ্যবর্তী সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়:এর তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা হল শুধুমাত্র আদালতকে এই বিষয়টি দেখার জন্য পরিচালিত করা যে, এই আচরণটি প্রশ্ন অধীন সম্পর্কের বিষয়ে যাঁর আচরণের প্রমাণ রয়েছে, সেই ব্যক্তির কোনও 'মতামত' প্রতিষ্ঠিত করে কিনা।আদালতকে 'মতামত' নির্ণয় করতে সক্ষম করার জন্য, আচরণটি অবশ্যই এমন একটি ধরণের হতে হবে যা 'মতামত' এর অভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব ছাড়া ইচ্ছাকৃত হতে পারে না।*

যখন আচরণটি এমন ধরনের হয়, তখন আদালত কেবল প্রাসঙ্গিক প্রমাণের টুকরো পায়, যেমন, কোনও ব্যক্তির মতামত।এখনও আদালতের দায়িত্ব এই ধরনের প্রমাণের মূল্যায়ন করা এবং প্রশ্ন-অধীন সম্পর্কের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা।

আমরাও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক বলে স্বীকার করি।৫০-এ বলা হয়েছে, শুধুমাত্র সাধারণ সুনাম (আচরণ ছাড়া) থাকলে তা সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে নাঃলক্ষ্মী রেড্ডি বনাম ভেঙ্কটা রেড্ডি।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তে সত্যবাদী লোকেনাথের নাতি কিনা এবং লোকনাথ এবং তার কথিত কন্যা অহল্যা ও মালাবতীর মধ্যেকার বিতর্কিত সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়:

> *"..... সত্যবাদীর বিশেষ জ্ঞানের হিসাবে, এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে জনার্দন মিশ্র এবং ধরণীধর মিশ্রের সাক্ষ্য রয়েছে, যা স্বাধীনভাবে দেখায় যে সত্যবাদী লোকনাথের নাতি ছিলেন, তাঁর কন্যা অহল্যার পুত্র ছিলেন।এখানেও বলা যেতে পারে যে, অহল্যা ছিলেন সত্যবাদীর মা"এবং এটি দেখায় যে সত্যবাদীর তার মায়ের পিতা কে ছিলেন সে সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ছিল।" (জোর দেওয়া হয়েছে)*

এইক্ষেত্রে, খাতুন প্রমাণ করতে পারেননি যে দীন মোহাম্মাদ এবং বাদী নং ২ এবং ৩ এর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল।কোনও স্বাধীন সাক্ষীও নেই।

বর্তমান ক্ষেত্রের মত বিরাদমাল সিংভি (উপরোক্ত)-তে স্পষ্টভাবে করা যায় যে যোগ্য ব্যক্তি যথাযথ হেফাজত থেকে নথিটি উপস্থাপন করেছেন এবং সংশোধনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। বিবাদীরা উক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে ডেকে পাঠিয়েছিল মূল ১ নং বাদীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে বাদীর দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ।

এভিডেন্স অ্যাক্টের অধীনে "প্রমাণের বোঝা" শব্দগুচ্ছের মধ্যে একটি অপরিহার্য পার্থক্য রয়েছে আইনের বিষয় হিসাবে এবং আবেদন করার এবং প্রমাণ যোগ করার একটি বিষয় হিসাবে।এভিডেন্স অ্যাক্টের ধারা ১০১-এর অধীনে, পূর্বের অর্থে বোঝা সেই পক্ষের উপর, যিনি নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আদালতে আসেন, যা তিনি দাবি করেন।এই বোঝা পুরো ট্রায়াল জুড়ে অপরিবর্তিত থাকে।কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের বোঝা এক পক্ষের বা অন্য পক্ষের পেশ করা সাক্ষ্য বা এক বা অন্য পক্ষের পক্ষে উত্থাপিত সত্য বা আইনের অনুমানের ভিত্তিতে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়।(কে এস নানজি অ্যান্ড কোং বনাম জাতশঙ্কর দোসা, এআইআর ১৯৬১ এসসি ১৪৭৪, ১৪৭৮: (১৯৬২) ১ এসসিআর ৪৯২)

প্রমাণের বোঝা মানে হল যে কোনও পক্ষকে তার পক্ষে রায় পাওয়ার অধিকারী হওয়ার আগে একটি অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে।

মিথ্যা প্রমাণের বোঝা কার উপর রয়েছে, প্রথমে তা নির্ণয়ের জন্য যে পরীক্ষাগুলি সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে, উভয় পক্ষের কোনও প্রমাণ না দেওয়া হলে কোন পক্ষ সফল হবে তা বিবেচনা করা,এবং দ্বিতীয়ত, প্রমাণ করার জন্য অভিযোগগুলি রেকর্ড থেকে সরিয়ে ফেলার প্রভাব কী হবে তা পরীক্ষা করার জন্য মনে রাখতে হবে যে এই পদক্ষেপগুলির কোনটিই যদি অনুসরণ করা হয় তবে প্রমাণ করার বোঝা অবশ্যই ব্যর্থ পক্ষের উপর পড়বে।

বিবাদীরা বিভিন্ন দলের মধ্যে নন-জয়েনডার এবং মিস-জয়েনডার এর বিষয়টি উত্থাপন করেছেন।২ এবং ৩ নম্বর বাদী যে দীন মোহাম্মদের পুত্র তা প্রমাণ করার দায়িত্ব বিবাদীদের। তারা যথেষ্ট পরিমাণে এই বিষয়টির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে, যেমন, বাদী নং ২ এবং ৩ এর সাথে দিন মোহাম্মদের সম্পর্ক, কিন্তু বোঝা বহন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আইন অনুসারে যা প্রমাণিত বলে বিবেচিত হবে তা বিচার করার ক্ষেত্রে আদালতকে কেবল একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মানগুলি প্রয়োগ করতে হবে।[দেখুন গরিব সিং ও অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, ১৯৭২ (৩) এসসিসি ৪১৮]

পিডাব্লু ২ এবং পিডাব্লু ৩ ন্যায্যভাবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ পেশ করেছে যে তারা ১ নং বাদীর পুত্র।বিবাদীরা এমন নথি পেশ করে আদালতের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, যেগুলির অস্তিত্ব এবং সত্যতা নিয়ে সন্দেহ

রয়েছে।বিচার বিলম্বিত করার একমাত্র অভিপ্রায় নিয়ে একটি জাল নথি পেশ করতে তাদের দীর্ঘ আঠারো বছর সময় লেগেছিল।

এই আবেদনটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ১ লক্ষ টাকা দণ্ডে তা খারিজ করা হল।

আমরা এই বিভাগকে অবিলম্বে কলিকাতার সিটি সিভিল কোর্টের একাদশ বেঞ্চে, ১৯৮৬-র ৮৬৯ নম্বর টাইটেল মামলায় এল সি আর পাঠাতে নির্দেশ দিচ্ছি।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকল পেশাগত মাশুল যথাযথভাবে সনাক্তকরণের পর ডিক্রিধারীদের প্রদান করতে হবে।

ডিক্রি জারির তিন মাসের মধ্যে বিচারিক আদালতকে ডিক্রি কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আমি রাজি।

(সৌমেন সেন, বিচারপতি)

(উদয় কুমার, বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.